এরা কারা

ছ'কামরার বাড়ি। অপরিসর উঠোন ঘিরে আরও অপরিসর বারান্দা। বারান্দার তিন দিকে দু'খানা করে ঘর। বাকি দিকটায় একটা বাথরুম। উঠোনের একটা দিকের অর্ধেকটায় বারান্দা নেই। উঠোনের শেষে প্রকাণ্ড বড় দরজা। গেটই বলা চলে তবে গেটের কোথাও ফাঁক নেই, এদিকে দাঁড়ালে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। গেট-টা বন্ধই থাকে সারাদিন। রাতে তো বন্ধ থাকবেই। গেটের প্রায় এক চতুর্থাংশ নিয়ে আর একটা ছোট গেট অথবা দরজা। সেই ছোট দরজাটাই খোলা হয় যাতায়াতের প্রয়োজনে। বড় গেট এবং ছোট দরজা, দুটোতেই আলাদা আলাদা দু'টো তালা ঝোলে সর্বক্ষণ। প্রকাণ্ড বড় দু'টো তালা। ছোট দরজার আকারের তুলনায় অত বড় তালা বেশ বেমানান লাগে। বাড়ির কর্তাব্যক্তিদের একটু বাড়াবাড়ি রকমের সুরক্ষা-সচেতন বলে মনে হয়।

বাড়িটা আপাতদৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত পাড়ার যে কোনও একটা বড় বাড়ি বলে ধরে নেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত পাড়া, উচ্চ-মধ্যবিত্ত নয় কারণ আকারে বড় হলেও বাড়িটার কোন ছিরি ছাঁদ নেই, নেই সুরুচির ছিটে ফোঁটা নিদর্শন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত (এবং বিত্তবান) হলেই যে মানুষ সুরুচি-সম্পন্ন হবে এমন কোনও নিয়ম নেই তবে অপরিমিত টাকা থাকলে সেই টাকা দিয়ে সব কিছুই আয়ত্তে এসে যায়। ভাল আর্কিটেক্ট, ইন্‌টিরিয়র ডেকোরেটর, হেন তেন ----।

ঠিক এক সপ্তাহ আগে অঞ্জলি দত্ত এ বাড়িতে এসে উঠেছে। আদিস থেকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের লোকেরা খুব যত্ন করে ডেসি-গামী বাসে তুলে দিয়েছিল অঞ্জলি দত্ত এবং আরও দু'জন ভারতীয় শিক্ষককে। ইথিওপিয়ান বিমান পরিষেবার প্লেন বোঝাই ভারতীয় শিক্ষক যারা আদিসে এসে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অদূরে টুরিস্ট হোটেলে উঠেছিল তাদের দেখে শুনে ছোট ছোট গ্রুপে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ক'দিন ধরে। দেশের দক্ষিণ এলাকায় অবস্থিত ওল্লো প্রদেশের রাজধানী ডেসির ভাগে পড়লো অঞ্জলি দত্ত, সইফুল্লা খান ও রমাকান্ত ঝা। অঞ্জলি দত্ত এসেছে যোধপুর থেকে। সইফুল্লা খান ও রমাকান্ত ঝা যথাক্রমে হায়দ্রাবাদ ও ছাপরার অধিবাসী।

ডেসির এই ছ'কামরার বাড়িটা যে আসলে একটা হোটেল, এ বাড়িতে এসে একেবারেই মনে হয় না তা। বাড়ির বাইরে যথা নিয়মে সাইনবোর্ড থাকা সত্বেও। সাইনবোর্ডে অবশ্য হোটেল লেখা নেই, শুধু রয়েছে "এডাম'স্ পেনসন"। পেনসন শব্দটা যে হোটেলের অর্থেও ব্যবহার হয় (ইংরেজী ডিক্সনারী অনুসারে) এদের তিনজনের কারই জানা ছিল না সে কথা। অবশ্য হোটেল বলতে থাকার আশ্রয়টুকু শুধু। খাবার দাবার - রুটি, পাস্তা, পাস্তানি - পাশের দোকান থেকে কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি কোনমতে। দোকানের ছোকরাগুলোই দিয়ে যায় রোজ।

ছ'টি কামরার দু'টি-তে লোক ছিল। ওরাও ভারতীয়। শিক্ষক। দেড় সপ্তাহ আগে এসেছে। এদের চারদিন আগে। গৌতম শর্মা ও তার স্ত্রী রত্না দু'জনেই দিল্লীর স্কুলে পড়াতো। সঙ্গে চার বছরের ছেলে সিদ্ধার্থ্। ছেলেকে ডে-কেয়ারে রেখে বাবা-মা কাজে যেতো। মনে হয় নানা রকম লোকজনের আনাগোনা ছিল ডে-কেয়ারে। চার বছরের শিশুর মুখে এমন সব কথাবার্তার তুবড়ি ছোটে যে শ্রোতার পিলে চমকে যায়। বাবা-মা আরক্ত মুখে না শোনার ভান করে, শ্রোতার মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে।

ডেসি ওল্লোর রাজধানী। ওল্লো প্রদেশের শিক্ষা দপ্তরের হেড-কোয়ার্টার ডেসি'তে। এডাম পেনসনে উপস্থিত যে ক'জন ভারতীয় শিক্ষক রয়েছে তাদের যে ডেসি'তেই রাখা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রয়োজন মত আরও দূর এলাকায়, প্রত্যন্ত প্রান্তেও পাঠানো যেতে পারে। গৌতম শর্মা ও তার স্ত্রী ভয়ে ভয়ে রয়েছে তাই। দিল্লীর তুলনায় ডেসি গণ্ডগ্রাম। আবার আরও প্রত্যন্ত কোথাও পাঠালেই হয়েছে! ওরা সঙ্গে করে একটা বাঁধানো খাতা এনেছে। ওদের দিল্লীর কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য প্রমাণ লেখা আছে খাতায়, বেশ কিছু ছবিও সাঁটা রয়েছে পাশে পাশে। শর্মা বলেন ওঁর ওই খাতাখানা দেখে শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষ বুঝবে উনি কোন মাপের মানুষ, কি ধরনের লাইফ স্টাইলে অভ্যস্ত। সেই বুঝে এমন স্কুলে তাকে পাঠাবে যাতে খুব বেশী কষ্ট না হয়। খানিকটা কষ্ট তো অবধারিত, দিল্লীর মত উচ্চ মানের কোন কিছুই এখানে লভ্য নয়। তবু খুব ওছা জায়গায় ওঁকে পাঠাতে পারবে না। পঞ্চম ঘরের বাসিন্দা শেঠি দম্পতির মনোভাবও অনুরূপ। কানপুরে সরকারি স্কুলে চাকরি করতো শেঠি। স্ত্রী গৃহবধূ। মাইনের অঙ্ক দেখে লোভ সামলাতে পারেনি, এখানে এসে পড়ে এখন শঙ্কায় আকুল হয়ে আছে মনে মনে। না জানি কোথায় কোন জঙ্গলে গিয়ে পড়তে হবে শেষে। ছ'খানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর খালি পড়ে

আছে এখনও।

মাঝে মাঝে শিক্ষা দপ্তরের গাড়ি এডাম পেনসনের পাঁচ বাসিন্দাকে নিয়ে যায়। শিক্ষা দপ্তরে বসে আলোচনা হয় কোথায় কোন স্কুলে পাঠানো যেতে পারে এদের, হবু শিক্ষকদের মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছার এত গুরুত্ব এদের কাছে। মনে হয় না মালিক ও কর্মীর সম্পর্ক। শিক্ষকরা যেন কেউ-কেটা এক এক জন।

সইফুল্লা নীচু গলায় মন্তব্য করে, "চাকরি করতে এসে এমন জামাই আদর ভাবা যায়!"

সইফুল্লার ফুফা নাকি মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও চাকরি করে, বেশ উঁচু পোস্টে। কিন্তু অফিসের পিওন থেকে ঝাড়ুদার সবাই হেনস্তা করে তাকে, বিদেশ থেকে তাদের দেশে রুজি রোজগারের জন্যে এসেছে বলে। ইথিওপিয়ায় না এলে জানতেই পারতো না মানুষ এত ভদ্র, সহানুভূতিশীল হয়।

ক'দিন পর হোটেলের বাকি ঘরটাতেও লোক এসে গেল। সন্ধ্যা-রাত্রে ছোট গেটের তালা খুলে আগন্তুকদের ভিতরে আনা হ'ল। এক তরুণ দম্পতি ও দু'টি শিশু। মলয় রথ পুরীতে ফিজিক্সের টিচার ছিল। সঙ্গে স্ত্রী রেবা ও তাদের দুই ছেলে - বড়টির বয়স দেড় বছর, ছোটটির তিন মাস।

আগের যারা, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দসই কয়েকটি স্কুলের হদিস পেয়েছেন। দু'এক দিনের মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যাবে তারা। শর্মা দম্পতির যোগ্য স্কুল পাওয়া গেল না। তারা আদিসে ফিরে যাচ্ছে। সেখানকার শিক্ষা দপ্তর যদি খুঁজেপেতে তাদের মনোমত কিছু জোগাড় করতে পারে ----। মলয় রথ'এর দুই শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে তাকে ডেসির স্কুলেই রাখা হবে ঠিক হ'ল। ডেসিতে সায়ান্স পড়ার ব্যবস্থা নেই। জিওগ্রাফি ও হাইজিন ফিজিওলজি, এই দুটির মধ্যে যে কোনও সাবজেক্টের টিচার হতে পারেন শ্রী রথ। সবাই ভেবেছিল মলয় রথ খুশি হবে এ ব্যবস্থায়। তার বদলে চটে মটে একসা।

"জিওগ্রাফি মানে? হাইজিন ফিজিওলজি মানে? আমি ফিজিক্সের টিচার। এক কথায় এভাবে নিজের সাবজেক্ট ছেড়ে দেওয়া যায়? যে স্কুলে ফিজিক্স আছে আমাকে সেখানে পাঠাও, সে যেখানেই হোক কিছু এসে যায় না। আমি আলতু ফালতু সাবজেক্ট নিয়ে ডেকোরেটিভ পীস হয়ে থাকতে চাই না। জব স্যাটিস্ফ্যাক্শন্ বলে একটা জিনিস আছে।"

চট করে স্কুল জোগাড় হয়ে গেল। পরদিন অতি প্রত্যুষে স্ত্রী ও বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে মলয় রথ এক প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে ফিজিক্স টিচারের পদ নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

এডাম পেনসনের বাকী টিচাররা সেই কাক-ডাকা ভোরে মলয় রথ'এর যাত্রাকালে জেগে ছিল সকলেই। বাইরে শিক্ষা দপ্তরের গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

মালপত্র পরিবার সমেত মলয় রথ দরজার বাইরে চলে যেতেই গৌতম শর্মা খিক্ খিক্ করে হেসে স্বদেশীয় সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, "আসলে ওরা অতি ওছা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের লোক তা বোঝাই যাচ্ছে। দেশে থাকতে কোন বস্তিতে থাকতো হয়তো। বউ লাইন দিয়ে টিউবওয়েল থেকে জল আনতো। মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে বসে শৌচকর্ম করতো। ছিঃ।"

অঞ্জলি দত্ত স্বামীকে প্রতিটি কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে পাঠায় চিঠিতে। এই ঘটনাও বাদ গেল না। দিন দশেক বাদে স্বামীর কাছ থেকে জবাব এসে গেল। চিন্ময় দত্ত লিখেছে, "---- মন খারাপ করে লাভ নেই। আমরা এরকমই। উই আর লাইক দিস ওন্‌লি। তবে যতদিন পর্যন্ত মলয় রথ'এর মত অল্প ক'টি মানুষও অবশিষ্ট থাকবে ততদিন একটুখানি আশার রেশ থাকবে যে এই অবক্ষয় থেকে কোনদিন হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবো। সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়নি ----।"